প্রকৃত খ্রীস্টীয় সহভাগিতা

প্রথম যোহন ১ অধ্যায় ১-৪ পদ

আজ থেকে আমরা যোহনের লেখা পত্রগুলি থেকে শিখব। নতুন নিয়মের ঈশতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হতে যোহনের এই পত্রগুলি সুন্দর সূচনা বিন্দু হিসাবে কাজ করে থাকে। কারণ, নতুন নিয়মের ঈশতত্ত্বের প্রাথমিক বিষয়গুলি, বিশেষ করে খ্রীস্টীয় বিশ্বাস ও জীবন, এই তিনটি পত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এই কারণেই *New English Bible*-এ যোহনের প্রথম পত্রের শিরোনাম "ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি পুনরায় আহ্বান" *(Recall to Fundamentals)* দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যোহনের এই পত্রগুলির আকার নতুন নিয়মের অন্য পুস্তকদের তুলনায় বেশ ছোট। প্রকৃতপক্ষে, ২য় ও ৩য় যোহন নতুন নিয়মের সবথেকে ছোট পুস্তক। তথাপি এই দুটি পত্রে খ্রীস্টীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত। আবার, নতুন নিয়মের গ্রীক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পত্রগুলি খুবই উপকারী। সমগ্র নতুন নিয়মের মধ্যে এই পত্রগুলির গ্রীক সবথেকে সহজ। মাত্র ৩০৩টি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা এই পত্রগুলি লেখা হয়েছে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়, তখন এই পত্রগুলির লেখক, যিনি আমাদের কাছে যোহন নামে পরিচিত (যদিও এই পত্রগুলির কোথাও তিনি তার নিজের নাম উল্লেখ করেননি), তার বৃদ্ধ বয়সে এই পত্রগুলি লেখেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। এশিয়া মাইনরে ইফিষের আশেপাশে কয়েকটি মণ্ডলীর উপরে তার এক প্রকার পালকত্বের দায়িত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। সেই সময় যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না থাকায়, এই বৃদ্ধ বয়সে যোহন কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি তার বার্তাকে এই পত্রগুলির মাধ্যমে সেই সমস্ত মণ্ডলীতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই, যোহন যদিও সেই সমস্ত মণ্ডলী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতেন (২ যোহন ১২; ৩ যোহন ১৪), তথাপি তিনি তাদের প্রতি ব্যক্তিগত পত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২য় যোহন লেখার পেছনে কয়েকটি কারণ কাজ করেছে। কয়েকজন ভ্রাম্যমান শিক্ষক এই মণ্ডলীগুলিতে যে সমস্ত শিক্ষা দিচ্ছিল, তা ছিল যোহনের দেওয়া সুসমাচার থেকে পৃথক। বিশেষ করে, যীশুই যে খ্রীস্ট এবং ঈশ্বরের পুত্র, তা তারা অস্বীকার করছিল। *Advanced* খ্রীস্টীয় শিক্ষক নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে, তারা বিশ্বাসীদের বিপথে পরিচালিত করছিল। মণ্ডলীর এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ঐ মণ্ডলীর কয়েকজন বিশ্বাসী এই সময় যোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। হতে পারে, তাদের কাছ থেকেই যোহন এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে পারেন। তাই, যোহন সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের মারফত এই পত্র লিখে পাঠান, যাতে তিনি ঐ সমস্ত মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের তাদের ভ্রান্তশিক্ষা থেকে দূরে থাকতে ও তাদের আতিথ্যদান থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করতে পারেন (১০-১১ পদ)। অন্যদিকে, বিশ্বাসীদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ককে অব্যাহত রাখতে যোহন তাদের প্রতি আহ্বান করেছেন।

কিন্তু ৩য় যোহনের পরিস্থিতি একটু আলাদা। এই পত্র 'গায়' নামে একজন ব্যক্তির প্রতি লেখা হয়েছে। এই পত্রে যোহন গায়ের শারিরিক সুস্থতা কামনা করেছেন (২ পদ); তার থেকে ধরা যেতে পারে যে অসুস্থতার কারণে গায় তার বাড়ী থেকে দূরবর্তী সেই মণ্ডলীতে যোগদান করতে পারছিল না। ভ্রাম্যমান প্রচারকদের জন্য নিজের ঘর খুলে দিয়ে গায় যে সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছে (৫-৮ পদ), তা অব্যাহত রাখতে যাহন তাকে উৎসাহিত করেছেন। এই সমস্ত প্রচারকেরা যোহনের সহকর্মী ছিল, তারা ২য় যোহন পত্রের ভ্রান্ত শিক্ষকদের মতো ছিল না। কিন্তু মণ্ডলীতে একটা সমস্যা ছিল। সমস্যাটা হল, সেই মণ্ডলীতে দিয়ত্রিফেস (৯ পদ) নামে একজন ছিল, যে সেই মণ্ডলীর নেতা হতে চেষ্টা করছিল এবং সেই চেষ্টায় মণ্ডলীর উপর যোহনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছিল। যোহনের বিষয় খারাপ কথা বলে মণ্ডলীতে যোহনের সহকর্মী ভ্রাম্যমান প্রচারকদের পরিচর্যা করতে বাধা দিচ্ছিল। তাই, যোহন গায়কে এই পত্র লিখছেন, যেন তাঁর বার্তা মণ্ডলীতে পৌঁছায় এবং তার দ্বারা মণ্ডলীতে যোহনের কর্তৃত্ব পুনরায় ফিরে আসে। পত্রটি দীমীত্রিয় (১২ পদ) নামে একজন ভ্রাম্যমান প্রচারকের হাত দিয়ে যোহন গায়র কাছে পাঠান।

১ম যোহন পত্রেও এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ১ম যোহনের লেখার পদ্ধতি পত্রের (চিঠি) পরিবর্তে একটি উপদেশের *(sermon)* ন্যায়। ১ম যোহনের বিষয়বস্তু থেকে আমরা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

উপলব্ধি করি যে, যোহন যাকে ভ্রান্ত শিক্ষা বলেছেন, তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ও তারা প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যোহনের সঙ্গে যে মণ্ডলীর সহভাগিতা ছিল, সেই মণ্ডলী থেকে তারা নিজেদের পৃথকীকৃত করেছে, এবং কেবল তাই নয়, যারা অবশিষ্ট আছে, তাদেরকেও তাদের পথ অনুসরণ করতে প্ররোচিত করছে। যারা মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে গেছে, তারা বলত যে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করতে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। তারা আরও বলত যে সেই ঈশ্বর-জ্ঞানের ভিত্তিতে নিষ্পাপ জীবন যাপন করা সম্ভব; তাই, যীশু খ্রীস্টের মৃত্যুর দ্বারা ক্ষমা লাভের খ্রীস্টীয় মতবাদের কোনও প্রয়োজন নেই। আধ্যাত্মিক প্রকাশকে ভিত্তি করে তারা তাদের চিন্তার খ্রীস্টধর্মকে গড়ে তুলেছিল এবং নিজেরা সেই আধ্যাত্মিক প্রকাশ লাভের স্বর্গীয় ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করত। সহজ কথায় তারা এমন খ্রীস্টধর্মকে উপস্থাপিত করে যাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়- ''অশ্রু ছাড়া খ্রীস্টধর্ম।'' এখন, এমন শিক্ষার কথা শুনে মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীরা কী প্রশ্ন করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব- ''এত সহজে যদি ঈশ্বরজ্ঞান ও নিষ্পাপের জীবন লাভ করা যায়, তাহলে যোহনের শিক্ষার কী প্রয়োজন?'' ''প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী হবার জন্য একজনকে কী বিশ্বাস করতে হবে ও করতে হবে?'' ''খ্রীস্টবিশ্বাসী বলতে আসলে কী বোঝায়?'' পাঠকদের মনে এই সমস্ত প্রশ্নের কথা মনে রেখে, যোহন এই পত্র লিখেছেন, ***''তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করছ, আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ''*** (১ যোহন ৫:১৩)।

আকার ও লেখার ধরণ থেকে ১ম যোহনকে আমরা মণ্ডলীর একটি বিশেষ সমস্যার প্রেক্ষিতে লেখা একটি প্রচার-পুস্তিকা *(Tract)* বা লিখিত উপদেশ *(written sermon)* বা পালকের বক্তৃতা *(pastoral address)* বলে মনে করতে পারি। যোহন যে মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেই মণ্ডলী তাদের মধ্যে গজিয়ে ওঠা কয়েকজন শিক্ষকের প্রচারের দ্বারা মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। পরিস্থিতি এতোখানি চরম আকার নিয়েছিল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে সেই মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে গেছিল এবং তারা তাদের চিন্তার প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা গঠন করেছিল (১ যোহন ২:১৯) বলে মনে হয়। কিন্তু মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে গেলেও মণ্ডলীর অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে তারা এখনও যোগাযোগ রেখে চলেছে, এবং তাদের মনে সেই অনিশ্চয়তাকে উস্কে দিচ্ছে, *''প্রকৃত খ্রীস্ট-বিশ্বাস কী, তারা কি সত্য বিশ্বাসী?''* এই সমস্ত ভ্রান্ত-শিক্ষকদের আমরা ২য় শতাব্দীর ''জ্ঞানবাদ'' *(Gnosticism)* নামে পরিচিত ভ্রান্ত মতবাদের অগ্রদূত হিসাবে চিন্তা করতে পারি। এই সমস্ত ভ্রান্ত-শিক্ষকেরা কী বিশ্বাস করত বা শিক্ষা দিত, তা সরাসরি ১ম যোহনে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু রক্ষণশীল খ্রীস্টধর্মের কোন কোন বিশ্বাসকে তারা অস্বীকার করেছিল, তা বলা হয়েছে। ১ম যোহন পত্রের শুরুতেই যোহন সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবীকে অস্বীকার করেছেন। তারা দাবী করত যে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার অধিকারী ও তারা নিস্পাপ (১:৬,৮,১০)। তারা বলত যে, তারা ঈশ্বরকে জানে (২:৪)। সম্ভবত, তারা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর জ্যোতি এবং বলত যে, তারা জ্যোতিতে বসবাস করছে (২:৯)। কিন্তু যে বিষয়টা সবথেকে মারাত্মক ছিল, তা হল যীশু খ্রীস্ট সম্বন্ধে তারা রক্ষণশীল মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা দিত। তারা বিশ্বাস করত না যে, যীশুই খ্রীস্ট ও ঈশ্বরের পুত্র (২:২২; ৫:১, ৫); তারা আরও অস্বীকার করত যে মানুষ হিসাবে যীশু খ্রীস্ট জগতে আবির্ভূত হয়েছেন (৪:২)। আবার ৫:৬ পদে, যেহেতু যোহন জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে খ্রীস্টের আগমনের উপর জোর দিয়েছেন, ধরা যেতে পারে যে, ভ্রান্ত-শিক্ষকেরা এ বিষয়েও অস্বীকার করত। যীশুই যে খ্রীস্ট, তা অস্বীকার করার দ্বারা, তারা যীশুর মৃত্যুর তাৎপর্যকেও অস্বীকার করেছিল; যার ফলস্বরূপ, খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত কাজ বা তাঁর রক্তের দ্বারা পাপক্ষমা ছাড়াই তারা তাদের নিস্পাপ-নিষ্কলঙ্কতার দাবী করত। কেবল তা-ই নয়, যীশুর দেওয়া কোনও আদেশের বৈধতাও (২:৪) তারা স্বীকার করত না বলে মনে হয়। যত দূর সম্ভব, এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক দাবী করত যে, সাধারণ খ্রীস্টবিশ্বাসীদের থেকে তারা অনেক গভীর ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী ছিল (২:২০, ২৭)। আর এই গভীর ঈশ্বরজ্ঞানের পেছনে তারা তাদের ব্যক্তিগত আত্মিক অনুপ্রেণার বিষয় দাবী করত (৪:১)।

এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে যোহন এই পত্র বা প্রচার পুস্তিকা বা পালকীয় বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বেশ জটিল বাক্যের দ্বারা যোহন এই পত্রের শুরু করেছে। গ্রীক ভাষায় পত্রটির ১পদ থেকে ৩ পদের মাঝামাঝি অংশ পর্যন্ত একটিই মাত্র বাক্য। ইংরাজী, বাংলা বা অন্যান্য

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

অনুবাদে, সহজে বোঝবার জন্য এই লম্বা বাক্যকে একাধিক বাক্যে বিভক্ত করা হয়েছে। আবার, যে কোন সাধারণ বাক্যের গঠন হল, ''কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম'' *(subject-verb-object)*। কিন্তু এখানে লেখক ''কর্মকে'' সবার আগে উল্লেখ করেছেন। কেবল তা-ই নয়, এখানে সেই কর্মকে একাধিক উপবাক্য *(clause)* ও লঘুবন্ধনীর *(parenthesis, v.2)* দ্বারা জটিল করেছেন; বাধ্য হয়ে ১ পদের কথা লেখক ৩ পদে পুনরায় উল্লেখ করেছেন। তারপর, ৩ পদের মাঝামাঝি এসে মূল ক্রিয়াপদকে (সংবাদ দিচ্ছি, ঘোষণা করছি) উল্লেখ করেছেন।

এর ফলে, যে ''কর্মের'' বিষয় সংবাদ দেওয়া হচ্ছে বা ঘোষণা করা হচ্ছে, তার উপর শুরু থেকেই জোর দেওয়া হয়েছে; ঘোষণা করার কাজের উপর জোর দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, লেখকের উদ্দেশ্য হল, খ্রীস্টীয় বার্তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার পাঠকদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া; সেই খ্রীস্টিয় বার্তার বাস্তব প্রচার কাজের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়। তাহলে, এই ''কর্ম'' কী? তা হল, ***''যা আদি (প্রথম) থেকে ছিল।''*** যদি তার পাঠকেরা যোহনের লেখা সুসমাচার ও আদিপুস্তকের সঙ্গে পরিচিত থাকত, তাহলে তারা এই কথার মধ্যে যোহন ১:১ পদ বা আদিপুস্তক ১:১ পদেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেত। ফলস্বরূপ, ***''যা আদি থেকে ছিল''*** এই কথার সঙ্গে ''বাক্য'' যা ''আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল'' কথাকে পাঠক এক রেখায় দেখতে পারত। কিন্তু শুরুতেই লেখক পাঠকদের কাছে ''বাক্যের'' কথা বলেননি। পরিবর্তে, তিনি ''যা আদি থেকে ছিল,'' তার বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তা ***''আমরা শুনেছি''***। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে লেখক এখানে ''বাক্যের'' কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যা ঈশ্বরের সঙ্গে আদি থেকেই ছিল, তা এখন মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। মানুষের কাছে ঈশ্বরের বার্তা উপস্থিত হয়েছে, যেন তারা তা শুনতে পায়।

এত দূর পর্যন্ত লেখক যে ''কর্মের'' কথা বলছেন, তা হল ''বাক্য'' বা ''বার্তা''। কিন্তু এর পর লেখক বলছেন যে, আমরা তা ***''স্বচক্ষে দেখেছি।''*** এ হল এমন অদ্ভুৎ বার্তা, যা দৃশ্যগ্রাহ্য; কারণ ''নিজের চোখে দেখার'' কথা বলার দ্বারা আক্ষরিক অর্থে দর্শনকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আবার সেই বার্তাকে কেবল চোখে দেখা নয়, লেখক আরও যোগ করেছেন, ***''নিরিক্ষণ করেছি, স্বহস্তে স্পর্শ করেছি।''*** এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, লেখক এখানে এমন বার্তার কথা বলছেন না, যা কেবল শোনা সম্ভব। পরিবর্তে, লেখক সেই ''বাক্যের'' কথা বলছেন যিনি মাংসে মূর্তিমান হয়ে, যীশু খ্রীস্ট হয়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যাঁর কথা যোহন ১:১-১৮ পদে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু লেখক এই কথা কেন এমন অনিশ্চিত পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করেছেন? একদিকে, যে খ্রীস্টিয় বার্তা যোহন তার ঘোষণার দ্বারা তার পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছেন, তা যারা গ্রহণ করবে, তারা যেন এর আশীর্বাদ লাভ করে (৩ পদ); এই বার্তা স্বয়ং যীশু খ্রীস্টের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। আর অন্যদিকে, যীশু নিজেই হলেন সেই ''বাক্য''; সেই বাক্য বা বার্তা যীশুতেই কংক্রীট আকার ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আজ ''ভ্যালেন্টাইন ডে''। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এই বলে *SMS* পাঠাতে পারি যে, আমি তাকে ভালোবাসি; আবার, আমি তার কাছে একটা দামী আংটি পাঠাতেও পারি, যা তার প্রতি আমার ভালোবাসার বাস্তব বার্তা। যীশু হলেন একাধারে ঈশ্বরের বার্তার প্রচারক, এবং ঈশ্বরের বার্তা। তাই, পৌল বলেছেন, ***''আমরা খ্রীস্টকে প্রচার করি''*** (১ করিন্থিয় ১:২৩; ২ করিন্থিয় ৪:৫)। একইভাবে, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক লিখেছেন, ***''ঈশ্বর পূর্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃপুরুষদের প্রতি কথা বলে, এই শেষকাল পুত্রেই আমাদের প্রতি কথা বলেছেন''*** (ইব্রীয় ১:১)। অর্থাৎ, লেখক চাইছেন যে, তার পাঠকরা যেন কোনওভাবে খ্রীস্টধর্মের শিক্ষা থেকে খ্রীস্টকে পৃথক করার কথা না ভাবে; কারণ ঈশ্বরের বার্তা তথা খ্রীস্টীয় বার্তা যীশুতেই ব্যক্তিগত আকার ধারণ করেছে, যাঁর কথা আমরা শুনতে পারি, যাঁকে আমরা দেখতে পারি ও ছুঁতে পারি।

এই বাক্য তথা বার্তার আরও বর্ণনা দিতে গিয়ে, ১ পদের শেষে লেখক ***''জীবনের সেই বাক্যের''*** কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে, জীবন বলতে সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে, যা স্বয়ং ঈশ্বর মানুষকে দিয়ে থাকেন। লেখক বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ মানুষ শারিরিক জীবনের অধিকারী হলেও আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী নয়। তাই, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে তারা সবাই মৃত (৩:১৪; যোহন ৫:২৪)। কিন্তু যীশু এই আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস

হওয়ায়, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তারা সেই জীবনের উপহার লাভ করে (যোহন ৩:১৬, ৩৬)।

যীশু সম্বন্ধে পাঠকদের সমস্ত ভুল চিন্তাকে নস্যাৎ করতে, লেখক ২ পদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীস্টিয় বার্তা যে জীবনের সাক্ষ্য বহন করে, তা যীশু খ্রীস্টের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রদর্শন করেছেন। তাই লেখক লিখেছেন, যে জীবন ঈশ্বর মানুষদের দিয়ে থাকেন, তা যীশুর পার্থিব জীবনে প্রকাশিত হয়েছে। তাই, লেখক এমন কথা বলেছেন যে, ***"সেই জীবন প্রকাশিত হলেন, এবং আমরা (তা) দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি।"*** অর্থাৎ, সেই বার্তা বা সেই জীবন যীশুর সঙ্গে অভিন্ন। সেই কথা আরও পরিষ্কার করতে লেখক "সেই অনন্তজীবনকে" ***"যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হলেন"*** বলে উল্লেখ করেছেন। এই কথার সঙ্গে যোহন ১:২ পদের মিল লক্ষ্যনীয়।

গ্রীক বাইবেলে, ৩ পদের শেষে এসে এই বাক্যের মূল ক্রিয়া পদকে নির্দেশ করা হয়েছে, ***"সংবাদ তোমাদের দিচ্ছি"*** অথবা ***"ঘোষণা করছি"***। পাশাপাশি এই বার্তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যর কথাও বলা হয়েছে, যেন লেখকের সঙ্গে পাঠকদেরও সহভাগিতা হয়, ***"যেন আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও সহভাগিতা হয়।"*** কিন্তু লেখক একধাপ এগিয়ে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, লেখক ও তার সহকর্মীরা পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে সহভাগিতার অধিকারী, ***"আর আমাদের যে সহভগিতা, তা পিতার ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে।"*** এই কথা থেকে যে বিষয় আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, তা হল, লেখকের সঙ্গে পাঠকদের সহভাগিতার ফলস্বরূপ, পাঠকরা পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশু খ্রীস্টের সঙ্গেও সহভাগিতায় অংশ নেবে। "সহভাগিতা" বলতে "একাধিকের দ্বারা সমভাবে ভোগ্য" *(having in common)* বিষয়কে নির্দেশ করা হয়। মৎসজীবি হিসাবে যাকোব ও যোহনের সঙ্গে শিমোনের একই জীবিকা ছিল (লূক ৫:১০)। পৌল ও তীতের একই বিশ্বাস ছিল (তীত ১:৪)। ঠিক একইভাবে, এই পদে লেখক পরিষ্কারভাবে তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, লেখক যে খ্রীস্টিয় বার্তার কথা এখানে উল্লেখ করছেন, তা গ্রহণের দ্বারাই কেবল তার পাঠকেরা তার সঙ্গে সহভাগিতায় অংশ নিতে পারে। অন্যথা, লেখকের সঙ্গে, তথা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা অসম্ভব।

৩ পদে, লেখকের এই লেখনীর উদ্দেশ্য একবার বর্ণনা করা হয়েছে: যেন পাঠকের সঙ্গে লেখকের সহভাগিতা সাধিত হয়। কিন্তু ৪ পদে, পুনরায় লেখক আরও একটি উদ্দেশ্যর কথা বলেছেন: ***"আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়।"*** কারণ, লেখকও এই সহভাগিতা আশা করেন।

আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন এই পত্র পাঠ করছি, তখনও এই পত্রের গুরুত্ব একইভাবে আমরা অনুভব করি। এই পত্রের প্রস্তাবনা বা ভূমিকা থেকে যে বিষয় আজ আমরা শিখলাম, তা আমাদের দুটি বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে। প্রথমটি হল, খ্রীস্টেতে একই বিশ্বাস *(common faith)* ছাড়াও খ্রীস্টীয় সহভাগিতা সম্ভব। অনেকে খ্রীস্টিয় সহভাগিতাকে এইভাবে বর্ণনা করে থাকেন- বিভিন্ন মতের বিশ্বাসীরা যখন এক জায়গায় মেলেন, তখন তা খ্রীস্টিয় সহভাগিতা। এখন আমাদের ব্যবহারিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার বা সংস্কৃতি কখনও আমাদের খ্রীস্টিয় সহভাগিতায় বাধাস্বরূপ হতে পারে না, ঠিক কথা। কিন্তু যেখানে আমাদের খ্রীস্টবিশ্বাসের প্রাথমিক বিশ্বাসসমূহের মধ্যে অমিল বর্তমান, সেখানে কখনও খ্রীস্টীয় সহভাগিতা হতে পারে না। পরিত্রাণের পথ সম্বন্ধে যদি মতবাদের পার্থক্য থাকে, বা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে গ্রহণে দ্বিমত থাকে, বা আমাদের পাপের জন্য খ্রীস্টের ক্রুশে মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে দ্বিমত থাকে- সেখানে কখনও খ্রীস্টীয় সহভাগিতার কথা ভাবা সম্ভব নয়।

অন্য বিপদটি হল সেই ধারণা যা, "যীশুকে একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন বলে অস্বীকার করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব" বলে শিক্ষা দেয়। এই পত্র পাঠের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে চলেছি যে, কেবল পুত্রের মাধ্যমেই আমরা পিতাকে জানতে পারি। ***"আকাশের নিচে মানুষদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনও নাম নেই, যে নামে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে"*** (প্রেরিত ৪:১২)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)